কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়
www.moa.gov.bd

স্মারক নং-১২.০০.০০০০.০৯৮.০২.০০৫.২৪.৮৩

তারিখ: ০৩ আষাঢ় ১৪৩২ / ১৭ জুন ২০২৫

বিষয়ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড (এনএসবি) এর ১১৪-তম সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১৪-০৫-২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের (এনএসবি) ১১৪তম সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : ১১৪তম সভার কার্যবিবরণী (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট ও সংশ্লিষ্ট ই-মেইলে প্রেরণ করা হয়েছে)।

১৭/০৬/২০২৫

মোঃ ইমরান হোসেন সজীব
সহকারী বীজতত্ত্ববিদ
ফোন: ০২-৪১০৫৪১৯৫
E-mail: ast1@moa.gov.bd

কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

০১) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০;
০২) অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ/গবেষণা/মহাপরিচালক, বীজ অনুবিভাগ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৩) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
০৪) মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
০৫) যুগ্মসচিব, (প্রবিধি-১), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়;
০৬) পরিচালক (যুগ্মসচিব), বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম।
০৭) সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০;
০৮) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১;
০৯) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১;
১০) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭;
১১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাকৃবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০০;
১২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা-৬৬২০;
১৩) মহাপরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি, সাভার, ঢাকা;
১৪) মহাপরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
১৫) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা ইনস্টিটিউট, নশিপুর, দিনাজপুর;
১৬) নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
১৭) পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১;
১৮) পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ডিএই, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
১৯) প্রফেসর ড. মো: আমির হোসেন, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০২;
২০) প্রফেসর ড. এম. ময়নুল হক, প্রোভিসি, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৬;
২১) প্রফেসর ড. নাসরিন আক্তার আইভী, প্লান্ট ব্রিডিং এন্ড জেনেটিক্স, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৬;
২২) মহাব্যবস্থাপক (বীজ),বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০;
২৩) মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা),বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০;
২৪) মহাব্যবস্থাপক (পাট বীজ), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০;
২৫) ড. আব্দুস সালাম, সদস্য পরিচালক (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
২৬) ড. মোঃ মতিয়ার রহমান, পরিচালক, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বারি, গাজীপুর;
২৭) ড. মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বারি, গাজীপুর;
২৮) মোহাম্মদ শামছুর রহমান খান, উপ-পরিচালক (জাত পরীক্ষা), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১;
২৯) জনাব রেবেকা পারভীন, অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (সীড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রন),বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১;
৩০) জনাব মো: ফখরুল হাসান প্রধান, প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা), বিএডিসি, বীজ বিশেষজ্ঞ;
৩১) তাজওয়ার মো: আউয়াল, পরিচালক, লাল তীর সীড লিমিটেড;
৩২) জনাব মো: আরিফ হাসান, ঠিকানা: সায়রা, মৌলভীপাড়া, শ্যামগঞ্জ, তারাগঞ্জ, রংপুর, কৃষক প্রতিনিধি-১;

৩৩) জনাব মো: আমজাদ হোসেন প্রামানিক, ঠিকানা: শাহনগর, চুপিনগর, কামারপাড়া, শাহজানপুর, বগুড়া, কৃষক প্রতিনিধি-২;
৩৪) কৃষিবিদ মো: শাহজাহান আলী, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সোসাইটি অব সীড টেকনোলজি, ঢাকা;
৩৫) ড. মো: সারওয়ার হোসেন, প্রফেসর, বাংলাদেশ উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব সমিতি;
৩৬) সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, ১/ডি, মনিপুরিপাড়া, সংসদ ভবন এভিনিউ, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
৩৭) জনাব সুধির চন্দ্র নাথ, বিজনেস ডিরেক্টর, এসিআই, ২৪৫ এসিআই সেন্টার, তেজগাঁও বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২০৮;
৩৮) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (কৃষি),এসিআই, ২৪৫ এসিআই সেন্টার, তেজগাঁও বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২০৮;
৩৯) চেয়ারম্যান, এ আর মালিক সিডস্ প্রাইভেট লিমিটেড, আফতাবনগর, ঢাকা-১২১২;
৪০) চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সিডস্, ১০ গরীর-ই-নেওয়াজ এভিনিউ, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১) মাননীয় কৃষি উপদেষ্টার একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০২) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৩) সিস্টেম এনালিষ্ট, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয় **(কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)**
০৪) অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক (বীজ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫) অফিস কপি।

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moa.gov.bd

জাতীয় বীজ বোর্ড (এনএসবি) এর ১১৪-তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ : ১৪ মে ২০২৫
সময় : বেলা ১১.০০টা
স্থান : কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক, বীজ অনুবিভাগ সভায় আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য প্রধান বীজতত্ত্ববিদ'কে আহবান জানালে তিনি সভায় আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয় ১। জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১৩-তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

আলোচনা
জাতীয় বীজ বোর্ডের (এনএসবি) ১১৩-তম সভা ২৫ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী ১৩/০৫/২০২৫ তারিখে ১২.০০.০০০০.০৯৮.০২.০০৫.২৪.১০৩ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যের নিকট পাঠানো হয়। সভায় কৃষিবিদ মো: শাহজাহান আলী, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সোসাইটি অব সিড টেকনোলোজি মহোদয় কতিপয় সংশোধনী উল্লেখ করেন। সংশোধনীটি সর্বসম্মতিক্রমে সভায় গৃহীত হয় এবং কার্যবিবরণীটি নিশ্চিতকরণ করা হয়।
সিদ্ধান্ত: (১) জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১৩-তম সভার কার্যবিবরণীতে আলোচ্য বিষয়-১ এর সিদ্ধান্ত অংশে "টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে বীজ আলু উৎপাদনের জন্য বীজ আলুর টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি স্থাপন, মূল্যায়ন এবং নিবন্ধন নির্দেশিকা ২০১৮ ও ২০১৯ এর ৮নং ধারাতে বর্ণিত টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত বীজ আলুর মাঠমান ও বীজমান অনুসরণ করতে হবে।" (২) জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১৩-তম সভায় অনুমোদিত আমন ধানের জাত বায়ার হাইব্রিড ধান৯ (এরাইজ এ জেড ২২৪১ এস টি) জাতটির উৎস দেশ হবে ভারত। (৩) জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১৩-তম সভায় ইনব্রেড আমন মৌসুমের জন্য ছাড়কৃত "ব্রি ধান১১০" এবং "ব্রি ধান১১১" জাত দুটির Distinctness, Uniformity and Stability (DUS) পরীক্ষার ফলাফল কার্যবিবরণীতে সংযুক্ত করতে হবে।

আলোচ্য বিষয় ২: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক প্রস্তাবিত লবণাক্ততা সহনশীল ০১ (এক)টি ইনব্রেড আমন ধানের জাত ছাড়করণ।

আলোচনা
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর প্রস্তাবিত ব্রি ধান১১২ এর কৌলিক সারি BR11716-4R-102। এ কৌলিক সারিটি CN-4 এবং BRRI dhan67 এর সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। ২০১৫-১৬ সালে সংকরায়ণ (Crossing) সম্পন্ন করার পর Modified Field RGA পদ্ধতিতে দ্রুত জেনারেশন এডভান্স/অগ্রসর করে Forward Breeding এবং Marker-Assisted Selection এর মাধ্যমে জেনেটিক্যালি ফিক্সড লাইন তৈরি করার পর প্রচলিত প্রজনন পদ্ধতিতে সাতক্ষীরার লবণাক্ত অঞ্চলে ও অনুকূল পরিবেশে সুনির্দিষ্ট এবং পর্যায়ক্রমিক Yield Evaluation Trial এর মাধ্যমে চূড়ান্ত কৌলিক সারি নির্বাচন করা হয়। ২০২৩-২৪ সালে কৌলিক সারিটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের ১০ (দশ)টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন করা হয়। প্রস্তাবিত ব্রি ধান১১২ এ আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ব্রি ধান১১২ আমন মওসুমের উপযুক্ত লবণাক্ততা সহনশীল ধানের জাত। ব্রি ধান১১২ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো চারা অবস্থায় ১২ dS/m (৩ সপ্তাহ পর্যন্ত) লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। এ জাতটি অংগজ বৃদ্ধি থেকে প্রজনন পর্যায় পর্যন্ত লবণাক্ততা সংবেদনশীল সকল ধাপে (Salt-sensitive Stages) ৮ dS/m মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করে ফলন দিতে সক্ষম। ধানের দানার আকৃতি মাঝারি চিকন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২১.৫ গ্রাম, প্রোটিনের পরিমাণ ৮.৪% ও এ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৮.১%।

আলোচনা
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতের পর পর দুই বছর Distinctness, Uniformity and Stability (DUS) পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটিতে ৩। Penultimate leaf : pubescence, ৮। Time of heading (50% of plants with heads), ১৪। Stem:culm diameter (from 5 mother tillers in the lowest internode), ১৯। Panicle length: measured from the tip of the panicle of main tillers without awn, ২২। Spikelet: pubescence of lemma & palea, ২৮। Panicle: exertion এবং ২৯। Time of maturity এ ৭টি বৈশিষ্ট্যে ডিইউএস (DUS) পরীক্ষায় ব্যবহৃত চেক জাত ব্রি ধান৮৭ হতে স্বাতন্ত্র্য পাওয়া গেছে। প্রস্তাবিত জাতটিতে ১০টি স্থানের মধ্যে ৯টি স্থান যথা ব্রি, গাজীপুর (২৬.৭২%); ব্রি, গোপালগঞ্জ (১৫.৪৭%); ব্রি, সাতক্ষীরা (৩২.৮২%) সোনাগাজী, ফেনী (১০.৪২%); কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী (১২.২০%); সদর, সাতক্ষীরা (৫৬.২১%); ডুমুরিয়া, খুলনা (২১.৭৫%); সদর, যশোর (১১.১১%); সদর, পটুয়াখালী (৩৩.৬৭%) এ প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাতের চেয়ে ফলন ১০% এর বেশি পাওয়া গেছে। ১টি স্থান ব্রি, ফেনী (৭.১৭%) এ প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাতের চেয়ে ফলন ১০% এর কম পাওয়া গেছে। মূল্যায়ন ফলাফল অনুযায়ী প্রস্তাবিত জাতটির গড় ফলন ৪.৯৫ টন/হেক্টর ও চেক জাত ব্রি ধান৭৩ এর গড় ফলন ৪.০৫ টন/হেক্টর। প্রস্তাবিত জাতের জীবনকাল ১২১দিন ও চেক জাতের জীবনকাল ১১৮দিন । বিভিন্ন অঞ্চলে রোগবালাই এর সংক্রমণ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, উক্ত জাতটিতে রোগ এবং পোকামাকড়ের সংক্রমণ সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটিতে ৫টি অঞ্চলে ৯টি স্থান (৩টি অনস্টেশন এবং ৬টি অনফার্ম) এ চেক জাত এর চাইতে ন্যূনতম ১০% বেশি ফলন পাওয়া গেছে। ১টি স্থান (অনস্টেশন) এ চেক জাত ব্রি ধান৭৩ এর চাইতে ন্যূনতম ১০% কম ফলন পাওয়া গেছে। ব্রি কর্তৃক প্রস্তাবিত ইনব্রেড লবণাক্ততা সহনশীল আমন ধানের কৌলিক সারি BR11716-4R-102 লাইনটি ব্রি ধান১১২ নামে ছাড়করণের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত: কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত লবণাক্ততা সহনশীল আমন ধানের কৌলিক সারি BR11716-4R-102 লাইনটি ব্রি ধান১১২ হিসেবে সারাদেশের জন্য ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ৩: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক প্রস্তাবিত ০১ (এক)টি ইনব্রেড বোরো ধানের জাত ছাড়করণ।

আলোচনা
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর প্রস্তাবিত ব্রি ধান১১৩ এর কৌলিক সারি নং BR11337-5R-72 । ২০২৩-২৪ সালে কৌলিক সারিটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের ১০ (দশ)টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন করা হয়। প্রস্তাবিত ব্রি ধান একই সাথে লম্বা ও হেলে পড়া সহিষ্ণু; ১৬৭ সেমি উচ্চতার লম্বা গাছে উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ডিগ পাতা খাড়া ও গাঢ় সবুজ। ধানের দানার আকৃতি মাঝারি মোটা। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ১৯.৪ গ্রাম, প্রোটিনের পরিমাণ ৮.৪% ও এ্যামাইলোজের পরিমান ২৮.০%। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতের পর পর দুই বছর Distinctness, Uniformity and Stability (DUS) পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটিতে ৩। Penultimate leaf : pubescence, ৮। Time of heading (50% of plants with heads), ১৫। Stem (culm length): measure from the base of the plants to the neck of the panicles, ২০। Panicle: curvature of main axis, ২২। Spikelet: pubescence of lemma & palea, ২৯। Time of maturity এবং ৩২। Sterile lemma length : measured at post harvest stage এ ৭টি বৈশিষ্ট্যে ডিইউএস (DUS) পরীক্ষায় ব্যবহৃত চেক জাত ব্রি ধান৮৮হতে স্বাতন্ত্র্য পাওয়া গেছে।উক্ত বোরো ধানের জাতটি ২০২৩-২৪ রবি মৌসুমে অনফার্ম ৬টি (লোকসাম, কুমিল্লা; সদর, ফেনী; সদর, যশোর; সদর, দিনাজপুর; সদর, বগুড়া; পবা, রাজশাহী) এবং অনস্টেশন ৪টি (ব্রি, গাজীপুর; বিনা, ময়মনসিংহ; ব্রি, ফরিদপুর; ব্রি, রংপুর)সহ মোট ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১০টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থান যথা ব্রি, গাজীপুর (১৫.০৭%); বিনা, ময়মনসিংহ (১৬.৬৯%); সদর, যশোর (২৭.৯৭%); সদর, দিনাজপুর (১৬.২৪%); সদর, বগুড়া (১৭.৯৫%) এবং ব্রি, ফরিদপুর (১১.৬৯%) এ প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাতের চেয়ে ফলন ১০% এর বেশি পাওয়া গেছে। ৪টি স্থান যথা লাকসাম, কুমিল্লা (-৩.২২%); সদর, ফেনী (৮.৫০%) এবং ব্রি, রংপুর (৯.৭৭%) এবং পবা, রাজশাহী (-৭.২৬%) এ প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাতের চেয়ে ফলন ১০% এর কম পাওয়া গেছে। মূল্যায়ন ফলাফল অনুযায়ী প্রস্তাবিত জাতটির গড় ফলন ৮.১৫ টন/হেক্টর ও চেক জাত ব্রি ধান৮৮ এর গড় ফলন ৭.৩১ টন/হেক্টর। উল্লিখিত কৌলিক সারিটি (BR11337-5R-72) বাংলাদেশের ১০টি স্থানে চেক জাত (ব্রি ধান৮৮) এর তুলনায় গড়ে ১১.৫% ফলন

আলোচনা
বেশি দিতে সক্ষম হলেও চেক জাতের তুলনায় রাজশাহীতে ৭.২৬% এবং কুমিল্লায় ৩.২২% কম ফলন পাওয়া গেছে। জাতীয় বীজ বোর্ড (NSB) কর্তৃক পঠিত মূল্যায়ন কমিটির মতে কুমিল্লার ট্রায়ালটিতে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি ২৫% এবং চেক জাতটি ২০% ফসল ইঁদুর দ্বারা নষ্ট (Rat Damage) হয়েছিল বিধায় কৌলিক সারিটির সকল বৈশিষ্ট চেক জাতের তুলনায় ভালো হওয়া সত্বেও ৩.২২% কম ফলন পাওয়া গিয়েছিল। অন্যদিকে রাজশাহীতে স্থাপিত ট্রায়াল এর ক্ষেত্রে, জাতীয় বীজ বোর্ড (NSB) কর্তৃক গঠিত মূল্যায়ন কমিটির মতে কৌলিক সারিটির (BR11337-5R-72) জীবনকাল চেক জাতের তুলনায় প্রায় ৫ (পাঁচ) দিন বেশি। কৌলিক সারিটির জীবনকাল বেশি হওয়ায় চেক জাতের চেয়ে মাঠ থেকে প্রায় পাঁচ দিন পরে ফসল সংগ্রহ করতে হয় বিধায় চেক জাতের চেয়ে ৭.২৬% কম ফলন পাওয়া গিয়েছিল। ব্রি কর্তৃক প্রস্তাবিত বোরো মৌসুমে কৌলিক সারি BR11337-5R-72 ব্রি ধান১১৩ নামে ছাড়করণের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত: কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত বোরো মৌসুমে কৌলিক সারি BR11337-5R-72 লাইনটি ব্রি ধান১১৩ হিসেবে সারাদেশের জন্য ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ৪: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক প্রস্তাবিত ব্লাষ্ট রোগ প্রতিরোধী ০১ (এক)টি ইনব্রেড বোরো ধানের জাত ছাড়করণ।

আলোচনা
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর প্রস্তাবিত ব্রি ধান১১৪ এর কৌলিক সারি নং BR12454 (Path)-BC2-69-97-39-5-44। ২০২৩-২৪ সালে পুনরায় কৌলিক সারিটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের ১০ (দশ)টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন করা হয়। প্রস্তাবিত ব্রি ধান১১৪ একই সাথে লম্বা ও হেলে পড়া সহিষ্ণু; ১৬৭ সেমি উচ্চতার লম্বা গাছে উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ডিগ পাতা খাড়া ও গাঢ় সবুজ। এ জাতের কান্ডের গোড়া বাঁশের মত শক্ত, কান্ডে শর্করার পরিমান প্রচলিত জাতের চেয়ে প্রায় তিন গুন বেশী। মধ্যম মাত্রার স্টেম ইলঙ্গোশন প্রদর্শনপূর্বক এটি অগভীর বন্যার পানিযুক্ত (১ মিটার) নিচু অঞ্চলে টিকে থাকতে পারে । ধানের দানার আকৃতি মাঝারি মোটা। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৪.৯৮ গ্রাম, প্রোটিনের পরিমাণ ৭.৯% ও এ্যামাইলোজের পরিমান ২৭.৫%। উল্লেখ্য, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতের পর পর দুই বছর Distinctness, Uniformity and Stability (DUS) পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটিতে ৩০। Grain: wt of 1000 fully developed grains (adjusted at 12% moisture) এবং ৩৩। Decorticated grain: length (After dehulling, before milling) এ ২টি বৈশিষ্ট্যে ডিইউএস (DUS) পরীক্ষায় ব্যবহৃত চেক জাত ব্রি ধান৮৯ হতে স্বাতন্ত্র্য পাওয়া গেছে। প্রস্তাবিত জাতটিতে ১০টি অঞ্চলের ৬টি স্থান এ প্রস্তাবিত জাতে চেক জাতের সমান বা বেশী ফলন পাওয়া গেছে। {২টি স্থান (১টি অনস্টেশন এবং ১টি অনফার্ম) এ চেক জাত এর চাইতে ফলন ন্যূনতম ১০% বেশি এবং ৪টি স্থান (২টি অনস্টেশন এবং ২টি অনফার্ম) এ চেয়ে চেক জাতের সমান বা কিছু বেশী ফলন পাওয়া গিয়েছে যা ১০% এর কম। ৪টি স্থান (২টি অনস্টেশন এবং ২টি অনফার্ম) এ চেক জাত এর চাইতে ন্যূনতম ১০% এর কম ফলন পাওয়া গেছে। ব্রি, গাজীপুর (-৬.০০); একটি রেপ্লিকেশনে ১০% এবং অন্য একটি রেপ্লিকেশনে ১৫% ইঁদুর আক্রমণে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে প্রস্তাবিত জাতের ফলন চেক জাতের চেয়ে কম হয়েছে। দিনাজপুর (-৩.৫০%); একই ব্যবস্থাপনা ও আবহাওয়ায় চেক জাতের ফলন ৮.২৮ টন/হেক্টর এবং প্রস্তাবিত জাতের ফলন ৭.৯৯ টন/হেক্টর যা চেক জাতের তুলনায় ০.২৯ টন/হেক্টর কম। দিনাজপুর জেলায় বাস্তবায়িত ট্রায়ালের ক্ষেত্রে কৃষকের মাঠ ও তৎসংলগ্ন এলাকার আবহাওয়া জাতটির জন্য অনুকূল না হওয়ায় কাঙ্খিত ফলন পাওয়া যায়নি। বগুড়া (-৮.৫৪%); চেক (ব্রি ধান৮৯) এবং প্রস্তাবিত জাত দুটি একই ব্যবস্থাপনা এবং আবহাওয়ায় চাষাবাদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে চেক জাতের ফলন ৮.১৯ টন/হেক্টর যা ব্রি ধান৮৯ এর নিয়মিত গড় ফলনের (৮.০০) মতোই। প্রস্তাবিত জাতের ফলন পাওয়া গেছে ৭.৪৯ টন/হেক্টর। যেহেতু একই ধরণের ব্যবস্থাপনায় চেক জাতটি তার স্বাভাবিক ফলন প্রদান করেছে সেহেতু প্রস্তাবিত জাতের ফলন তার নিজস্ব জাতগত বৈশিষ্ট্য হতে পারে। রাজশাহী (-১০.০০%); চেক জাত (ব্রি ধান৮৯) এবং প্রস্তাবিত জাত দুটি একই ব্যবস্থাপনা এবং আবহাওয়ায় চাষাবাদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে চেক জাতের ফলন ৭.১৪ টন/হেক্টর। প্রস্তাবিত জাতের ফলন পাওয়া গেছে ৬.৪২ টন/হেক্টর। যেহেতু একই ধরণের ব্যবস্থাপনায় চেক জাতটি তার স্বাভাবিক ফলন প্রদান করেছে সেহেতু প্রস্তাবিত জাতের ফলন তার নিজ

আলোচনা
জাতগত বৈশিষ্ট্য হতে পারে। ব্রি কর্তৃক প্রস্তাবিত ব্লাষ্ট রোগ প্রতিরোধী ইনব্রেড বোরো মৌসুমে কৌলিক সারি BR12454 (Path)-BC2-69-97-39-5-44 লাইনটি ব্রি ধান১১৪ নামে ছাড়করণের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত: কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত ব্লাষ্ট রোগ প্রতিরোধী ইনব্রেড বোরো মৌসুমে কৌলিক সারি BR12454 (Path)-BC2-69-97-39-5-44 লাইনটি ব্রি ধান১১৪ হিসেবে সারাদেশের জন্য ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ৫: এসিআই লি. কর্তৃক প্রস্তাবিত ০১ (এক)টি সুগন্ধী ইনব্রেড বোরো ধানের জাত ছাড়করণ।

আলোচনা
এসিআই লি. এর ASRBCR-1017-B-B-13-2 (এসিআই ধান২): প্রস্তাবিত এসিআই ধান২ এর কৌলিক সারি নং ASRBCR-1017-B-B-13-2 । ২০২৩-২৪ সালে পুনরায় কৌলিক সারিটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের ১০ (দশ)টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন করা হয়। প্রস্তাবিত এসিআই ধান২ বোরো মৌসুমের জন্য উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল ও আলোক অসংবেদনশীল সুগন্ধি ধান। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০-১১০ সে.মি । ডিগ পাতা খাড়া ও গাঢ় সবুজ। ধানের দানার আকৃতি গোলাকার। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ১৩.৪ গ্রাম, ও এ্যামাইলোজের পরিমান ২৪.২%। ভাত সুগন্ধি এবং ঝরঝরে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতের পর পর দুই বছর Distinctness, Uniformity and Stability (DUS) পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটিতে ৩। Penultimate leaf : pubescence, ৭। Flag leaf: attitude of the blade, ৮। Time of heading (50% of plants with heads),১৫। Stem (culm length):measure from the base of the plants to the neck of the panicles, ১৯। Panicle length: measured from the neck of the to the tip of panicle of main tillers without awns, ২০। Panicle: curvature of main axis, ২২। Spikelet: pubescence of lemma & palea,২৩। Spikelet: colour of tip of lemma, ২৮। Panicle: exertion, ২৯। Time of maturity, ৩১। Grain: length (without dehulling), ৩৪। Leaf senescence: penultimate leaves are observed at the time of harvest, ৩৫। Decorticated grain: shape (Length-width (widest point) ratio of dehulled grain), ৩৬। Decorticated grain(bran) : color এবং ৩৮। Endosperm : content of amylose (non waxy type varieties) এ ১৫টি বৈশিষ্ট্যে ডিইউএস (DUS) পরীক্ষায় ব্যবহৃত চেক জাত ব্রি ধান৩৪ হতে স্বাতন্ত্র্য পাওয়া গেছে। প্রস্তাবিত জাতটিতে ১০টি অঞ্চলের ৮টি স্থান এ প্রস্তাবিত জাতে চেক জাতের সমান বা বেশী ফলন পাওয়া গেছে {৫টি স্থান (২টি অনস্টেশন এবং ৩টি অনফার্ম) এ চেক জাত এর চাইতে ফলন ন্যূনতম ১০% বেশি । ৩টি স্থান (২টি অনস্টেশন এবং ১টি অনফার্ম) চেক জাত এর সমান বা কিছু বেশী ফলন পাওয়া গিয়েছে যা ১০% এর কম}। ২টি স্থান (২টি অনফার্ম) এ ১০% কম ফলন পাওয়া গেছে। যশোর (-১৩.৮৫%); প্রস্তাবিত জাতের চেয়ে চেক জাতের জীবনকাল ১০ দিন বেশী। Effective tiller এর সংখ্যা ও প্রতি panicle এ Average grain এর সংখ্যা প্রস্তাবিত জাতের চেয়ে চেক জাতে বেশী। রাজশাহী (-৩.৩৯%); চেকজাত (ব্রি ধান১০) এবং প্রস্তাবিত জাত দুটি একই ব্যবস্থাপনা এবং আবহাওয়ায় চাষাবাদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে চেক জাতের ফলন ৭.০৬ টন/হেক্টর এবং লাইন এর গড় ফলন ৬.৮২ টন/হেক্টর। চেক জাত (ব্রি ধান৯০) একটি আমন মৌসুমের ধান যার গড় জীবনকাল ১২২ দিন। উক্ত জাতটি রবি মৌসুমে চাষাবাদ করায় এর জীবনকাল বেড়ে ১৪১ দিন হয়েছে যেখানে প্রস্তাবিত জাতের গড় জীবনকাল ১৩০ দিন। ১১ দিন জীবনকাল বেশী হওয়ায় চেক জাতের (ব্রি ধান৯০) ফলন প্রস্তাবিত জাতের ফলনের চেয়ে বেশী হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। এসিআই লি. কর্তৃক প্রস্তাবিত সুগন্ধী ইনব্রেড বোরো ধানের কৌলিক সারি ASRBCR-1017-B-B-13-2 এসিআই ধান২ (সুগন্ধী) নামে ছাড়করণের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত: কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত বোরো মৌসুমে কৌলিক সারি ASRBCR-1017-B-B-13-2 লাইনটি এসিআই ধান২ সুগন্ধী হিসেবে সারাদেশের জন্য ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ৬: এসিআই লি. কর্তৃক প্রস্তাবিত ০১ (এক)টি স্বল্প মেয়াদী ও উচ্চ ফলনশীল ইনব্রেড বোরো ধানের জাত ছাড়করণ।

আলোচনা
ASRBCR1091-3B RGA-10 (এসিআই ধান৩): প্রস্তাবিত এসিআই ধান৩ এর কৌলিক সারি নং ASRBCR1091-3B RGA-10 । এসিআই লিমিটেড কর্তৃক ২০১৬ সনে ASRBCR38-29-1-5-1/ CNI9004 থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। উক্ত কৌলিক সারিটি ২০১৬ সাল হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত এসিআই এর নিজস্ব গবেষণা মাঠে Marker Assisted Selection এর মাধ্যমে সিলেকসন করা হয় এবং বর্তমানে যার কৌলিক সারি নং- ASRBCR1091-3B RGA-10. উক্ত advance লাইনটি বোরো ২০২০-২১ এবং বোরো ২০২২-২৩ সালে অনস্টেশন-সহ ৩টি কৃষকের জমিতে ফলন উপযোগিতা যাচাই করা হয়। ২০২৩-২৪ সালে কৌলিক সারিটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের ১০ (দশ) টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন করা হয়। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০-১০৩ সে.মি.। ডিগ পাতা একদম খাড়া এবং ধান পাকার পরও ডিগ পাতা সবুজ থাকে। ধানের দানার আকৃতি মাঝারি মোটা। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২০.২ গ্রাম, প্রোটিনের পরিমাণ ৭.৯% ও এ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৫.৫%। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতের পর পর দুই বছর Distinctness, Uniformity and Stability (DUS) পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটিতে ৩। Penultimate leaf : pubescence, ১৪। Stem: Culm diameter (from 5 mother tillers in the lowest internode), ১৯। Panicle length: measured from the neck of theto the tip of panicle of main tillers without awns, ২০। Panicle: curvature of main axis, ২১। Panicle: number of effective tillers in plant, ৩০। Grain: wt of 1000 fully developed grains (adjusted at 12% moisture), ৩১। Grain: length (without dehulling), ৩৩। Decorticated grain: length (After dehulling, before milling) এবং ৩৫। Decorticated grain: shape (Length-width (widest point) ratio of dehulled grain) এ ৯টি বৈশিষ্ট্যে ডিইউএস (DUS) পরীক্ষায় ব্যবহৃত চেক জাত ব্রি ধান৮৮ হতে স্বাতন্ত্র্য পাওয়া গেছে। প্রস্তাবিত জাতটিতে ১০টি অঞ্চলে ৭টি স্থান (২টি অনস্টেশন এবং ৫টি অনফার্ম) এ চেক জাত এর চাইতে ফলন ন্যূনতম ১০% বেশি এবং ৩টি স্থান (২টি অনস্টেশন এবং ১টি অনফার্ম) এ ন্যূনতম ১০% কম পাওয়া গেছে। যশোর (-৪.৪১%) চেকজাত 1-0078 (ব্রি ধান২৮) এর চেয়ে প্রস্তাবিত জাত (1-0077) এ উচ্চতাপমাত্রা (৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস) এর কারণে অপুষ্ট দানার শতকরা হার বেশী হয়, ফলে প্রস্তাবিত জাতটিতে ফলন ৪.৪১% কম হয়। রংপুর (-২.৬৯%); প্রচন্ড বাতাস ও ভারী বৃষ্টির কারণে ৫০% Lodging হয়ে (Lodging Score-5), এর কারণে প্রস্তাবিত জাতটিতে ফলন ২.৬৯% কম হয় । এসিআই লি. কর্তৃক প্রস্তাবিত ইনব্রেড বোরো ধানের কৌলিক সারি ASRBCR1091-3B RGA-10 এসিআই ধান৩ জাতটিকে স্বল্প মেয়াদী ও উচ্চ ফলনশীল জাত হিসেবে ছাড়করণের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত: কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত স্বল্প মেয়াদী ও উচ্চ ফলনশীল বোরো মৌসুমে কৌলিক সারি ASRBCR1091-3B RGA-10 এসিআই ধান৩ হিসেবে সারাদেশের জন্য ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ৭: গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর কর্তৃক উদ্ভাবিত লবণাক্ততা সহনশীল ০১টি ইনব্রেড গমের ফলাফল পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আলোচনা
গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রস্তাবিত জিএইউ গম১ এর কৌলিক সারি নং GAU-2008-4 । Advanced Chemical Industries (ACI) এর ACI Seed বিভাগের সহযোগিতায় গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০টি গমের অগ্রবর্তী লাইনের কৃষিতাত্ত্বিক পরীক্ষা করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন Physiological, Biochemical এবং ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ মৌসুমে দক্ষিণাঞ্চলে মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষায় নির্বাচিত লাইনটি লবণাক্ততা সহিষ্ণু এবং উচ্চ ফলনশীল হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। ২০২৩-২৪ সালে পুনরায় কৌলিক সারিটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের ৬ (ছয়)টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন করা হয়। প্রস্তাবিত গম গাছের উচ্চতা ৮০-৯০ সে.মি.; শীষের সংখ্যা ৮-১০ টি; শীষ লম্বা (১০-১২ সে.মি.) এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫৫ টি। দানার রং তামাটে, চকচকে এবং আকারে বড় (হাজার দানার ওজন ৫০-৫৫ গ্রাম), বোনা থেকে কাটা পর্যন্ত ৯৫-১০০ দিন সময় লাগে এবং হেক্টর প্রতি ফলন স্বাভাবিক মাটিতে ৪.৫০ টন এবং লবণাক্ততা মাটিতে ৩.৭৩ টন।বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতের পর পর দুই বছর Distinctness, Uniformity and Stability (DUS) পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটিতে ২। Plant growth habit ,৩। Leaf spiral (Flag leaf), ৫। Flag leaf attitude , ৭। Upper culm node hairs , ৯। Glucosity: culm (neck) ১৪। Spike shape, ১৫। Lower glume : beak length, ১৬। Lower glume : beak spicules , ১৯। Lower glume : keel inflection, ২১। Spike length, ২২। Awn length (At the tip of ear), ২৪। Grain color , ২৬। Ventral crease pit এ ১৩টি বৈশিষ্ট্যে ডিইউএস (DUS) পরীক্ষায় ব্যবহৃত চেক জাত বারি গম২৬ হতে স্বাতন্ত্র্য পাওয়া গেছে। প্রস্তাবিত জাতটিতে ৩টি অঞ্চলে ৬টি স্থানে (২টি অনস্টেশন এবং ৪টি অনফার্ম) VCU test এ ব্যবহৃত চেক জাত বারি গম২৫ এর চেয়ে ১০% বেশী ফলন পাওয়া গিয়েছে । গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত ইনব্রেড গমের কৌলিক সারি নং GAU -2008-4 লাইনটি জিএইউ গম১ নামে ছাড়করণের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত: কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রস্তাবিত লবণাক্ততা সহনশীল জিএইউ গম ১ এর কৌলিক সারি নং GAU -2008-4 লাইনটি জিএইউ গম ১ নামে লবণাক্ত অঞ্চলের জন্য ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ৮: বীজ অনুবিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী এনএসবি অনুমোদিত সংশোধিত ইনব্রেড ধান, হাইব্রিড ধান এবং গমের জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতি এবং হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন পদ্ধতি অনুমোদন।

ইনব্রেড ধানের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করন পদ্ধতি		
নির্দেশনা নং	সংশোধিত (কারিগরি কমিটির ১১২তম সভায় প্রস্তাবিত)	সিদ্ধান্ত
(৮)	মূল্যায়ন কর্মসূচিতে প্রস্তাবিত জাতের উদ্দেশ্য বিবেচনায় রাখিয়া ইহার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ স্ট্যান্ডার্ড চেক (ছাড়কৃত সর্বোচ্চ ফলন ও সমজীবনকাল সম্পন্ন জাত) হিসাবে গ্রহণ করিয়া Test Design করিতে হইবে। **সেই ক্ষেত্রে দানার আকার-আকৃতি, জীবনকাল, এবং ফলন বিবেচনা করিয়া কোন জাতকে স্ট্যান্ডার্ড চেক হিসাবে নির্বাচন করিতে হইবে। চেক জাতের ক্ষেত্রে প্রজনন শ্রেণির বীজ পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করিতে হইবে** । ট্রায়াল পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করিয়া বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী চেকজাত নির্ধারণপূর্বক ট্রায়াল স্থাপন করিবে।	কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত ইনব্রেড ধানের জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ বিষয়ে প্রস্তাবিত গাইডলাইন সংশোধনী অনুমোদন দেয়া হলো।
(১২)	প্রতিটি জাতের বৈশিষ্ট্য মাঠ মূল্যায়নের সময় মূল্যায়িত হইবে। প্রতিটি অনস্টেশন ও অনফার্ম পরীক্ষার জন্য মূল্যায়ন ছকে (পরিশিষ্ট 'খ') তথ্য সংগ্রহ করিয়া মূল্যায়ন দলের মতামতসহ এক মাসের মধ্যে সরাসরি পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট পাঠাইতে হইবে। উক্ত অনস্টেশন এবং অনফার্ম এর ফলাফল দিয়া পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী **পরিসংখ্যানিক তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক (LSD and CV)** একটি Computerized Mean Performance Data Sheet তৈরি করিবে।	
(১৩)	প্রস্তাবিত জাতের মিলিং আউট টার্ন কমপক্ষে ৬৬% পর্যন্ত এবং আস্ত চালের পরিমাণ সর্বনিম্ন ৫০% পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হইবে। জাত ছাড়করণে এ্যামাইলোজের পরিমাণ সাধারণ ও সুগন্ধি	

	ধানের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২০% পর্যন্ত, গ্লুটিনাস ও বিশেষ গুণসম্পন্ন জাতের ক্ষেত্রে এ্যামাইলোজের পরিমাণ ২০% এর নিচে হতে পারে। মিলিং আউটটার্ন এবং এ্যামাইলোজের পরিমাণ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে পরীক্ষাপূর্বক এর রিপোর্ট ছাড়করণের আবেদনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে । ধানের জাত ছাড়করণের ক্ষেত্রে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উল্লিখিত এ্যামাইলোজের পরিমাণের তথ্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট অথবা যে কোন মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান এর ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে যাচাই করিয়া বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করিবে। ইহা ছাড়া প্রস্তাবিত জাতগুলোর বিশেষ/সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং নমুনা চাল/ধান জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্যদের নিকট বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উপস্থাপন করিবে।	
(১৬)	২(দুই)টি স্থানের ট্রায়াল প্লট প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইলে উক্ত ট্রায়াল প্লট বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। বিনষ্ট প্লট/স্থান দুইটির ফলন বাদ দিয়া অবশিষ্ট ট্রায়ালকৃত প্লট/স্থানগুলোর গড় ফলন বিবেচনা করিয়া ফলাফল প্রস্তুত করিতে হইবে। কিন্তু দুই এর অধিক স্থানের ট্রায়াল প্লট প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইলে পরবর্তী বৎসরে পুনঃ ট্রায়াল করিতে হইবে। ট্রায়াল নির্বাচনের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত স্থান বিবেচনার জন্য ফসলের **Stress Tolerance/Resistance** বা অন্যান্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় আনিতে হইবে।	

হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন এবং নিবন্ধন পদ্ধতি		
নির্দেশনা নং	সংশোধিত (কারিগরি কমিটির ১১২তম সভায় প্রস্তাবিত)	সিদ্ধান্ত
১। (২)	**নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা** বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ এবং ডিহিউমিডিফাইড সংরক্ষণ সুবিধা থাকিতে হইবে অথবা সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি গ্রহণের জন্য অন্য কোন সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিপত্র থাকিতে হইবে;	কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ বিষয়ে প্রস্তাবিত গাইডলাইন সংশোধনী অনুমোদন দেয়া হলো।
৩।(১২)	প্রস্তাবিত জাতের মিলিং আউট টার্ন কমপক্ষে ৬৬% পর্যন্ত এবং আস্ত চালের পরিমাণ সর্বনিম্ন ৫০% পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হইবে। হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এ্যামাইলোজের পরিমাণ সাধারণ ও সুগন্ধি ধানের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২০% পর্যন্ত, গ্লুটিনাস ও বিশেষগুনসম্পন্ন জাতের ক্ষেত্রে এ্যামাইলোজের পরিমাণ ২০% এর নিচে হতে পারে।	
৩। (১৩)	ধানের জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উল্লিখিত মিলিং আউটটার্ন এবং এ্যামাইলোজের পরিমাণের তথ্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট অথবা যে কোন মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান এর ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে যাচাই করিয়া বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করিবে। ইহা ছাড়া প্রস্তাবিত জাতগুলোর বিশেষ/সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং নমুনা চাল/ধান জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্যদের নিকট বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উপস্থাপন করিবে।	

ইনব্রেড গমের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি		
নির্দেশনা নং	সংশোধিত (কারিগরি কমিটির ১১২তম সভায় প্রস্তাবিত)	সিদ্ধান্ত
(৭)	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবেদনকারী আবেদনপত্রের সহিত প্রস্তাবিত জাতের Molecular Data (DNA Fingerprinting Data)-সহ পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে। গমের জাত ছাড়করণের ক্ষেত্রে ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধীতা/সহনশীলতা এবং তাপ সহিষ্ণুতা যাচাই করতে হবে।	কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত ইনব্রেড-গমের জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ বিষয়ে প্রস্তাবিত গাইডলাইন সংশোধনী অনুমোদন দেয়া হলো।
(১২)	প্রতিটি জাতের বৈশিষ্ট্য মাঠ মূল্যায়নের সময় মূল্যায়িত হইবে। প্রতিটি অনস্টেশন ও অনফার্ম পরীক্ষার জন্য মূল্যায়ন ছকে (পরিশিষ্ট 'খ') তথ্য সংগ্রহ করিয়া মূল্যায়ন দলের মতামতসহ এক মাসের মধ্যে সরাসরি সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট পাঠাইতে হইবে। উক্ত অনস্টেশন ও অনফার্ম এর ফলাফল দিয়া পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী পরিসংখ্যানিক তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক (LSD and CV) একটি Computerized Mean Performance Data Sheet তৈরি করিবে।	
(১৫)	২(দুই)টি স্থানের ট্রায়াল প্লট প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইলে উক্ত ট্রায়াল প্লট বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। বিনষ্ট প্লট/স্থান দুইটির ফলন বাদ দিয়া অবশিষ্ট ট্রায়ালকৃত প্লট/স্থানগুলোর গড় ফলন বিবেচনা করিয়া ফলাফল প্রস্তুত করিতে হইবে।	

	কিন্তু দুই এর অধিক স্থানের ট্রায়াল প্লট প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইলে পরবর্তী বৎসরে পুনঃ ট্রায়াল করিতে হইবে। **ট্রায়াল নির্বাচনের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত স্থান বিবেচনার জন্য ফসলের Stress Tolerance/Resistance বা অন্যান্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় আনিতে হইবে।**	

আলোচ্য বিষয় ৯: বীজ অনুবিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী এনএসবি অনুমোদিত পাট, কেনাফ এবং মেস্তা ফসলের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি অনুমোদন।

নির্দেশনা নং	সংশোধিত (কারিগরি কমিটির ১১২তম সভায় প্রস্তাবিত)	সিদ্ধান্ত
(১)	পাট, কেনাফ এবং মেস্তা ফসলের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট ছকে বীজ বিধিমালা, ২০২০ এর বিধি-১১ এর উপবিধি (২) এ উল্লিখিত **ফরম-১০ (পরিশিষ্ট ক)** মোতাবেক জাত ছাড়করণের প্রস্তাব, **প্রস্তাবিত পাটের প্রতিটি জাতের কমপক্ষে ০৪ (চার) কেজি বীজ এবং মেস্তা ও কেনাফের প্রতিটি জাতের কমপক্ষে ১২ (বার) কেজি বীজ** এবং ট্রায়াল খরচ বাবদ অর্থ ১৫ জানুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারী এর মধ্যে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবর পাঠাইতে হইবে ।	কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত পাট, কেনাফ এবং মেস্তা ফসলের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ বিষয়ে প্রস্তাবিত গাইডলাইন সংশোধনী অনুমোদন দেয়া হলো।
(১০)	**ট্রায়ালের ক্ষেত্রে একক প্লট সাইজ ৪০ বর্গমিটার (৮মিটার X ৫মিটার) হইবে।** যেইহেতু বিভিন্ন অঞ্চলে প্রস্তাবিত জাত মূল্যায়ন করা হইবে, সেইহেতু প্রস্তাবিত জাতের গড় উৎপাদন ক্ষমতা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য চেক জাতের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে। প্রস্তাবিত এবং চেক উভয় জাত কোড নম্বর দিয়া পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ট্রায়ালের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিতরণ করিবে। সার, সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যা প্রস্তাবিত এবং চেক উভয় জাতের ক্ষেত্রে একই ধরণের হইবে।	
(১৩)	প্রতিটি জাতের বৈশিষ্ট্য মাঠ মূল্যায়নের সময় মূল্যায়িত হইবে। প্রতিটি অনস্টেশন এবং অনফার্ম পরীক্ষার জন্য মূল্যায়ন ছকে (পরিশিষ্ট 'খ') তথ্য সংগ্রহ করিয়া মূল্যায়ন দলের মতামতসহ এক মাসের মধ্যে সরাসরি পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট পাঠাইতে হইবে। উক্ত অনস্টেশন এবং অনফার্ম পরীক্ষার ফলাফল পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী পরিসংখ্যানিক তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক **(LSD and CV)** একটি Computerized Mean Performance Data Sheet তৈরী করিবে।	
(১৬)	২(দুই)টি স্থানের ট্রায়াল প্লট প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইলে উক্ত ট্রায়াল প্লট বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। **বিনষ্ট প্লট/স্থান দুইটির ফলন বাদ দিয়া অবশিষ্ট ট্রায়ালকৃত প্লট/স্থানগুলোর গড় ফলন বিবেচনা করিয়া ফলাফল প্রস্তুত করিতে হইবে।** কিন্তু দুই এর অধিক স্থানের ট্রায়াল প্লট প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইলে পরবর্তী বৎসরে পুনঃ ট্রায়াল করিতে হইবে। **ট্রায়াল নির্বাচনের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত স্থান বিবেচনার জন্য ফসলের Stress Tolerance/Resistance বা অন্যান্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় আনিতে হইবে।**	

আলোচ্য বিষয় ১০: হাইব্রিড ধান এর জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এ্যামাইলোজ এর সর্বনিম্ন গ্রহনযোগ্য পরিমাণ নির্ধারণ এবং স্ট্যান্ডার্ড হেটোরোসিস পরিমাপের সময় দশমাংশ ও শতাংশ ডিজিটের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণঃ

আলোচনা
জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৯ তম সভায় অনুমোদিত হাইব্রিড ধান এর জাত নিবন্ধনের গাইডলাইনে এ্যামাইলোজের পরিমাণ উল্লেখ ছিল না। জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১২ তম সভায় হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এ্যামাইলোজের সর্বনিম্ন গ্রহনযোগ্য পরিমাণ ২৩.৫% নির্ধারণ করা হয়। সভায় আলোচনার ভিত্তিতে হাইব্রিড ধান এর জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এ্যামাইলোজের সর্বনিম্ন গ্রহনযোগ্য পরিমাণ ২০% নির্ধারণে বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে এ্যামাইলোজের পরিমাণ সাধারণ ও সুগন্ধি ধানের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২০% পর্যন্ত, গ্লুটিনাস ও বিশেষগুন সম্পন্ন জাতের ক্ষেত্রে এ্যামাইলোজের পরিমাণ ২০% এর নিচে হতে পারে। অনস্টেশন ও অনফার্ম উভয় ট্রায়ালে আলাদা আলাদাভাবে স্ট্যান্ডার্ড হেটেরোসিস ২০% পূর্ণসংখ্যাই হতে হবে।

আলোচনা
সিদ্ধান্ত: (১) হাইব্রিড ধান এর জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এ্যামাইলোজ এর সর্বনিম্ন গ্রহনযোগ্য পরিমাণ ২০% অনুমোদন দেয়া হলো। যে জাতগুলো এ্যামাইলোজের সর্বনিম্ন গ্রহণযোগ্য পরিমানের কারনে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হয়নি সে জাতগুলো পুনরায় পরবর্তী টেকনিক্যাল কমিটিতে যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হলো। (২) অনস্টেশন ও অনফার্ম উভয় ট্রায়ালে আলাদা আলাদাভাবে স্ট্যান্ডার্ড হেটেরোসিস ২০% পূর্ণসংখ্যাই হতে হবে।

আলোচ্য বিষয় ১১: এসিআই হাইব্রিড ধান১২ (GA 1702) জাতটির নাম সংশোধন।

আলোচনা
জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১১তম সভায় এসিআই হাইব্রিড ধান১২ (GA 1702) জাতটি নিবন্ধনের জন্য অনুমোদন পেয়েছে। কিন্তু কার্যবিবরণীতে ভুলবশত এসিআই হাইব্রিড ধান১২ (GA 1702) এর স্থলে এসিআই হাইব্রিড ধান১২ (ACI 2019) লেখা হয়।
সিদ্ধান্ত: কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত এসিআই হাইব্রিড ধান১২ (ACI 2019) এর স্থলে এসিআই হাইব্রিড ধান১২ (GA 1702) লেখার সংশোধনী অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ১২: অনিয়ন্ত্রিত ফসল হিসেবে ঘোষিত আলু ফসলকে নিয়ন্ত্রিত/অনিয়ন্ত্রিত রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সিদ্ধান্ত: অনিয়ন্ত্রিত ফসল হিসেবে ঘোষিত আলু ফসলকে নিয়ন্ত্রিত/অনিয়ন্ত্রিত রাখার বিষয়ে বীজ আলুর জাত, ফলন, জীবনকাল, রোগবালাই, আমদানি/রফতানি এবং শিল্পে ব্যবহার উপযোগীতা বিষয়গুলো অধিকতর যাচাইয়ের জন্য চেয়ারম্যান, বিএআরসি মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হলো। উক্ত কমিটি আগামী ০৩ মাসের (আগস্ট, ২০২৫) মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করবে। কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত আলু ফসলের জাত মূল্যায়নের প্রতিবেদনের সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে অনিয়ন্ত্রিত ফসল হিসেবে ঘোষিত আলু ফসলকে নিয়ন্ত্রিত/অনিয়ন্ত্রিত রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১৪ তম সভায় অনুমোদনক্রমে আলু ফসলের জাত মূল্যায়নের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলো:

ক্রম	সদস্য	জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়
০১	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ঢাকা	আহ্বায়ক
০২	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	সদস্য
০৩	পরিচালক, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বারি, গাজীপুর	সদস্য
০৪	মহাব্যবস্থাপক (বীজ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	সদস্য
০৫	পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর	সদস্য
০৬	পরিচালক (গবেষণা), বিনা, ময়মনসিংহ	সদস্য
০৭	পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা	সদস্য
০৮	পরিচালক, বিজেআরআই, ঢাকা	সদস্য
০৯	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়,	সদস্য
১০	সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন	সদস্য
১১	কৃষিবিদ মো: শাহজাহান আলী, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সোসাইটি অব সীড টেকনোলোজি, ঢাকা	সদস্য
১২	সদস্য পরিচালক (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ঢাকা	সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরুপ:

১। নিবন্ধিত আলু ফসলের জাতগুলোর ফলন, জীবনকাল, রোগবালাই, আমদানি/রফতানি এবং শিল্পে ব্যবহার উপযোগীতা বিষয়গুলো অধিকতর মূল্যায়ন করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

২। আগামী ১০ বছরে আলু ফসলকে নিয়ন্ত্রিত/অনিয়ন্ত্রিত রাখার প্রভাবগুলো কি হতে পারে সে বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

৩। কমিটি প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ সদস্যদের কোঅপ্ট করতে পারবে।

আলোচ্য বিষয় ১৩: Aeroponics পদ্ধতিতে উৎপাদিত মিনি টিউবার বীজ আলু ভারত হতে বাংলাদেশে আমদানি।

সিদ্ধান্ত: আলু ফসলের জাত মূল্যায়নের নিমিত্তে গঠিত কমিটি Aeroponics পদ্ধতিতে উৎপাদিত মিনিটিউবার বীজ আলু আমদানির সম্ভাব্যতা যাচাই করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

পরিশেষে, সভাপতি সভায় অংশগ্রহণ করে মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৬.৬.২০২৪

ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়